# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (হাসপাতাল অংশ) এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

**রিপোর্ট নম্বর- ৩৬/২০২৩**

# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (হাসপাতাল অংশ) এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

**রিপোর্ট নম্বর-৩৬/২০২৩**

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| | **প্রথম অংশ** | |
| ১ | মুখবন্ধ | vii |
| | অধ্যায়-১ | |
| ২ | অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী | ৩-৮ |
| ৩ | নির্বাহী  সারসংক্ষেপ | ৯ |
| ৪ | শব্দ সংক্ষেপ | ১১ |
| | অধ্যায়-২ | |
| ৫ | অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ | ১৫ |
| ৬ | অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ | ১৭-৩১ |
| | **দ্বিতীয় অংশ** | |
| ৭ | পরিশিষ্টসমূহ | ৩৩-৫০ |

# প্রথম অংশ

# মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাসপাতাল অংশ) ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাবের ওপর স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৮ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh (GASB) অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: ০৫, বৈশাখ/১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৮/০৪/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

**(মোঃ নূরুল ইসলাম)**
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

# অধ্যায়-১

# অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

## রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য:

এই রিপোর্ট স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর  নিয়ন্ত্রণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাসপাতাল অংশ) ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাবের ওপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, আর্থিক বিধি ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধান-২০১৭ ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

## অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

### প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রথম চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পূর্বে এর নাম ছিল ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চ (আইপিজিএমআর)। আইপিজিএমআর ডিসেম্বর, ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশকৃত আইন “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯৮” এর মাধ্যমে জাতির পিতার নামে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়” নামকরণ করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে সর্বপ্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন প্রফেসর এম.এ.কাদরী এবং বর্তমানে প্রফেসর ডাঃ মোঃ সরফুদ্দিন আহমেদ উপাচার্য হিসেবে কর্মরত আছেন। নব্বইয়ের দশকে স্বল্পসময়ের জন্য এমবিবিএস কোর্স চালু হলেও এ প্রতিষ্ঠান হতে পূর্বাপর কেবল স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও ডিগ্রি প্রদান করা হয়ে থাকে। এখানে ০৬ (ছয়) টি অনুষদের অধীনে সর্বমোট ৪৩ টি বিভাগ রয়েছে। যেখানে স্বল্প খরচে সকল ধরনের রোগ নির্ণয়ের জন্য মানসম্মত পরীক্ষা ও উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া পৃথকভাবে একটি প্রকৌশল ও একটি এস্টেট অফিস রয়েছে যার দায়িত্বে একজন প্রধান প্রকৌশলী এবং একজন চীফ এস্টেট অফিসার কর্মরত আছেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য  শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (শিক্ষা মন্ত্রণালয়) থেকে প্রাপ্ত বাজেট এবং নিজস্ব আয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

**প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম:**

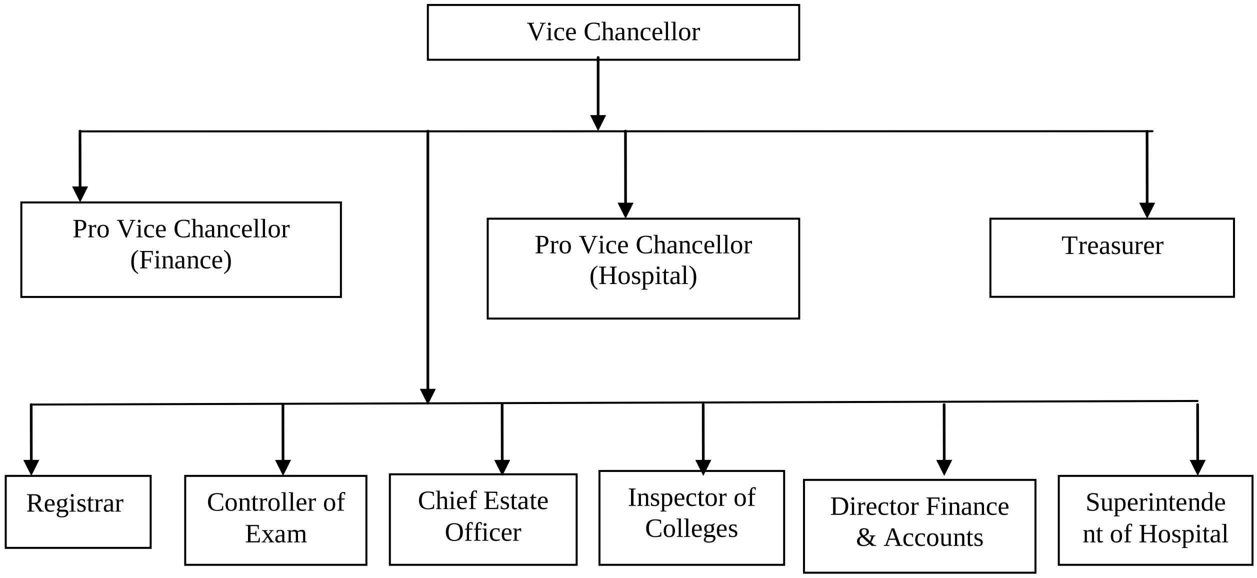

| বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (হাসপাতাল অংশ) এর জনবল | |
|---|---|
| **পদের নাম** | **কর্মরত জনবলের সংখ্যা** |
| কনসালটেন্ট/প্রভাষক | ৯৭ |
| মেডিকেল অফিসার | ৬৭৯ |
| গবেষণা সহকারি | ৪৮ |
| কর্মকর্তা | ১৪৮ |
| নার্স | ১৩২৩ |
| কর্মচারী | ১৯৫ |
| **মোট=** | **২৪৯০ জন** |

| বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর বিভিন্ন বিভাগসমূহ | |
|---|---|
| **অনুষদের নাম** | **বিভাগ সংখ্যা** |
| মেডিসিন অনুষদ | ১৪ |
| সার্জারি অনুষদ | ১৬ |
| বেসিক সাইন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদ | ৮ |
| ডেন্টাল অনুষদ | ৫ |
| প্রিভেন্টিভ এন্ড সোস্যাল মেডিসিন অনুষদ | ১ |
| নার্সিং অনুষদ | ১ (এতে ১টি প্রজেক্ট/ইন্সটিটিউট রয়েছে) |

## প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী:

- চিকিৎসা শাস্ত্রের যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নে বিশেষ করে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা;
- শিক্ষার কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সেই সকল ব্যক্তিদের ডিগ্রি প্রদান করা যারা সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত বা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো কোর্স অনুসরণ করছেন বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।
- সংবিধি অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রি বা অন্যান্য সম্মাননা প্রদান করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে তৎকর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় দেশে-বিদেশে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা, যৌথ গবেষণা ও যৌথ ডিগ্রি প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং প্রয়োজনীয় অন্য কোনো গবেষণা ও শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যক্তিগণকে সেই সকল পদে নিয়োগ করা;
- মেধার স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করবে সেরূপ ফেলোশীপ, স্কলারশীপ, প্রাইজ ও অন্যান্য পুরস্কার প্রবর্তন করা;
- শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নের জন্য একাডেমিক মিউজিয়াম, পরীক্ষাগার, কর্মশিবির এবং ইনস্টিটিউট স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, বই ও জার্নাল প্রকাশ করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্ত হাসপাতাল পরিচালনা করা;
- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফি দাবী ও আদায় করা;
- দেশে মেডিক্যাল কলেজ বা ইনস্টিটিউট অধিভুক্তকরণ বা অধিভুক্তি বাতিলকরণ এবং দেশে ও বিদেশের যে কোন মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতিদান;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয় এমন ব্যক্তিদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ডিপ্লোমা ও সনদপত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে বক্তৃতামালা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে ডিপ্লোমা বা সনদপত্র প্রদান করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বসবাসের জন্য হল স্থাপন করা এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নৈতিক শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা, শিক্ষা বিষয়ক এক্সট্রা কারিকুলাম, জাতীয় কার্যাবলীর উন্নতি সাধন এবং স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষাদান ও গবেষণা সংস্থা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজকর্ম সম্পাদন করা।

মূলত: দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং চিকিৎসা সেবার মান ও সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করাই হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ।

## প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (হাসপাতাল অংশ) এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয়ের বিবরণী নিম্নরূপ:

| ক্রঃনং | খাতসমূহ | বরাদ্দ | ব্যয় | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩৬৩১১০১-বেতন বাবদ সহায়তা | ৭৬,৭২,৭৩,০০০.০০ | ১২৫,৯৪,৩০,৫৩২.০০ | |
| ২ | ৩৬৩১১০২-ভাতাদি বাবদ সহায়তা | ৫২,৪৬,৭৩,০০০.০০ | | |
| ৩ | ৩৬৩১১০৩-পণ্য ও সেবা বাবদ | ৭৭,৯০,১১,০০০.০০ | ৭২,৭৭,৪৫,৭৪৭.০০ | |
| ৪ | ৩৬৩২১০২-যন্ত্রপাতি অনুদান | ২৯,৯০,৪৩,০০০.০০ | ২১,০০,৬৫,৮৪৪.০০ | |
| ৫ | ইপিসিবিসিএসপি প্রজেক্ট (জিওবি) | ৩,৭৭,৩৩,০০০.০০ | ৩,৭৭,৩৩,০০০.০০ | |
| ৬ | হোম বেইজড পলিএটিভ কেয়ার প্রজেক্ট (বিএসএমএমইউ) | ৫,৫২,০০০.০০ | ৫,৫২,০০০.০০ | |
| | মোট= | ২৪০,৮২,৮৫,০০০.০০ | ২২৩,৫৫,২৭,১২৩.০০ | |

## অডিটের আইনগত ভিত্তি:

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

## অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

**অডিটের বিষয়বস্তু:**

- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়;
- মুদ্রণ ও মণিহারি ক্রয়;
- মেরামত ও সংরক্ষণ;
- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়;
- পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট ক্রয়;
- আয়কর ও ভ্যাট;
- ভাতাদি প্রদান এবং
- নিজস্ব আয়সমূহ।

## অডিটের পরিধি:

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নির্বাচিত অডিটি ইউনিটের মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দ ছিল ২৪০,৮২,৮৫,০০০.০০ টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে মোট ব্যয় হয়েছে ২২৩,৫৫,২৭,১২৩.০০ টাকা। এ ব্যয় বরাদ্দের ৯২.৮২%।
- নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের বিপরীতে সংঘটিত ব্যয় এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়সমূহ নিরীক্ষার আওতাভুক্ত।

**অডিট কৌশলঃ**

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধান, সংগৃহীত তথ্যসমূহ হতে ঝুঁকি নির্ধারণসহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে অডিট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নিরীক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন সময় প্রয়োজনীয় Working Paper তৈরি/সংরক্ষণ করে পেশাগত দক্ষতা ও বিচক্ষণতায় নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গৃহীত পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপঃ

- তথ্য বিশ্লেষণ;
- Judgemental Sampling;
- বাস্তব যাচাই;
- সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আলোচনা;

**অডিট সম্পাদনকালঃ**

১৪/০২/২০২২ খ্রি. হতে ২২/০৩/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত|

# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর এর নিরীক্ষার আওতাধীন বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাসপাতাল অংশ) ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত: প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। উত্থাপিত অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৮ টি অডিট অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এতে মোট জড়িত টাকার পরিমাণ ২৩৯,০৪,৫০,৬৫৯.০০ (দুইশত উনচল্লিশ কোটি চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছয়শত উনষাট)। উল্লেখ্য উক্ত অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ০৫ টি ইউজার ফি অনুচ্ছেদ ব্যতীত ০৩ টি অনুচ্ছেদের জড়িত টাকার পরিমাণ ২৮,৫৩,৮২,৭৫৯.০০ যা মোট বরাদ্দের ১১.৮৫%। এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- সরকারি অর্থ-ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে সরকারি অর্থের অপচয়;
- রাজস্ব প্রাপ্তিসহ অন্যান্য বিবিধ প্রাপ্তি বিধি মোতাবেক জমা না করা;
- পিপিআরসহ সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- ইউজার ফি সম্পর্কিত অনিয়ম;
- সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দেয়ায় আর্থিক ক্ষতি;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবিধান-২০১৭ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

# শব্দ সংক্ষেপ

| | |
|---|---|
| BSMMU | : Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University |
| DPM | : Direct Procurement Method |
| IPGMR | :The Institute of Postgraduate Medicine and Research |
| MRP | : Maximum Retail Price |
| MSR | : Medical and Surgical Requisites |
| OTM | : Open Tendering Method |
| PPA | : Public Procurement Act |
| PPR | : Public Procurement Rules |
| RFQM | : Request for Quotation Method |
| SRO | : Statutory Rules & Order |
| VAT | : Value Added Tax |

# অধ্যায়-২

# অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

| অনুচ্ছেদ নম্বর | শিরোনাম | জড়িত (টাকা) |
|---|---|---|
| ১. | সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দিয়ে উচ্চ দরদাতার মাধ্যমে ESWL মেশিন সরবরাহ নেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি | ৬৯,৬০,০০০.০০ |
| ২. | আদায়কৃত ইউজার ফি হতে নীট মুনাফার পরিবর্তে মোট আয়ের ওপর আয়ের ভাতা নামে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি | ১,০৪,৫৪,৩৯৬.০০ |
| ৩. | মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অতিরিক্ত গৃহিত ইউজার ফি এর অর্থ আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি | ১১৬,০৪,৩১,২৬২.০০ |
| ৪. | ব্যক্তিগত প্রফেশনাল সার্ভিসের ওপর কমিশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি | ৯,৬৯,৭৮,৫৯৪.০০ |
| ৫. | বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধানমালা-২০১৭ এর বিধি লঙ্ঘনপূর্বক বিভাগের নিজস্ব তহবিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার অতিরিক্ত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে স্থানান্তর না করে অনিয়মিতভাবে সংরক্ষণ | ৮০,৯৮,৭৩,৬১৭.০০ |
| ৬. | আদায়কৃত ইউজার ফি হতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কমিশন প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি | ২,৭৩,৩০,০৩১.০০ |
| ৭. | বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিধি ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধান-২০১৭ এর নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক কোটেশন পদ্ধতিতে রি-এজেন্ট সামগ্রী ক্রয় বাবদ সীমাতিরিক্ত করায় অনিয়মিত ব্যয় | ২৭,৪৫,৫২,৭৫৯.০০ |
| ৮. | অগ্রিম গ্রহণের পর কোনরুপ গবেষণার কাজ না করা সত্ত্বেও অর্থ ফেরত না দেওয়ায় আর্থিক ক্ষতি | ৩৮,৭০,০০০.০০ |
| | **মোট=** | **২৩৯,০৪,৫০,৬৫৯.০০** |
| | **কথায়: দুইশত উনচল্লিশ কোটি চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছয়শত উনষাট টাকা** | |

# অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

**অনুচ্ছেদ নম্বর: ০১**

**শিরোনাম: সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দিয়ে উচ্চ দরদাতার মাধ্যমে ESWL মেশিন সরবরাহ নেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি ৬৯,৬০,০০০.০০ (উনসত্তর লক্ষ ষাট হাজার) টাকা।**

**বিবরণ:**

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দিয়ে উচ্চ দরদাতার মাধ্যমে ESWL মেশিন সরবরাহ নেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি ৬৯,৬০,০০০.০০ টাকা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর বিল-ভাউচার, ক্যাশবহি, চুক্তিপত্র ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) মেশিন সরবরাহের জন্য দরপত্র আহবান করা হলে ২ জন দরদাতা-Sunny Trading Agency Pvt. Ltd. এবং Anifco Health Care দরপত্র দাখিল করেন। বিস্তারিত যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, Anifco Health Care এর উদ্ধৃত দর ৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা এবং Sunny Trading Agency Pvt. Ltd. এর উদ্ধৃত দর ৩,৭৫,০০,০০০.০০ টাকা। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রাথমিক যাচাইয়ে ২ জন দরদাতাই Responsive হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীতে কারিগরি বিনির্দেশ মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপত্র দু'টি টেকনিক্যাল সাব কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। টেকনিক্যাল সাব কমিটি কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতা Anifco Health Care কে Non-Responsive এবং সর্বোচ্চ দরদাতা Sunny Trading Agency Pvt. Ltd কে Responsive করা হয়। তবে এক্ষেত্রে কারিগরি মূল্যায়নের কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ কোন কারণ উল্লেখ ব্যতীত টেকনিক্যাল সাব কমিটির সুপারিশ অনুসারে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতাকে বাদ দিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতাকে নিগোসিয়েশন করে ৩,৬৯,৬০,০০০.০০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয় যা সর্বনিম্ন দরদাতার দরের চেয়ে ৬৯,৬০,০০০.০০ টাকা বেশি।

আলোচ্য ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সঠিকভাবে দরপত্র মূল্যায়ন না করে সর্বনিম্ন দরদাতাকে বাদ দিয়ে উচ্চ দরদাতার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করায় ৬৯,৬০,০০০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০১]।**

**অনিয়মের কারণ:**

TEC কর্তৃক সঠিকভাবে দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়নি।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:**

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোলজি বিভাগের চাহিদাপত্রের আলোকে দরপত্রের প্যাকেজ নম্বর-বিএসএমএমইউ/২০২০/১৭৬, লট নম্বর-০১ আইটেম নম্বর-০১ (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) এর ক্রয় প্রক্রিয়া পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর), ২০০৮ এর বিধি-৯০ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করে দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্রে ০২ (দুই) টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করেন। দাখিলকৃত ০২ (দুই) টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র পিপিআর-২০০৮ এর বিধি- ০৮ (১) অনুযায়ী গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক যাচাই বাছাই করে ০২ (দুই) টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র Responsive হয়। Responsive ০২ (দুই) টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র কারিগরি মূল্যায়ন করার জন্য পিপিআর-২০০৮ এর বিধি- ০৮ (১৪) অনুযায়ী গঠিত টেকনিক্যাল - সাব কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। টেকনিক্যাল সাব-কমিটি কর্তৃক (১) Sunny Trading Agency Pvt. Ltd. এর দরপত্র Responsive এবং (২) Anifco Health Care এর দরপত্র Non-Responsive হয়। Responsive দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্যের সাথে প্রাক্কলন মূল্য ও বাজারদরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে Sunny Trading Agency Pvt. Ltd এর দরপত্র গ্রহণ করার সুপারিশের আলোকে প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে NOA প্রদান করা হয়।

**নিরীক্ষা মন্তব্য:**

Technical Sub-Committee কর্তৃক দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই Technical Specification কীভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে এর কোন প্রমাণক নিরীক্ষাকালে পাওয়া যায়নি এবং নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথেও সংযোজন করা হয়নি। দরপত্র আহবানের সময় Specification এ কি কি উল্লেখ ছিল এবং এর কোন কোন অংশের ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে টেকনিক্যাল সাব কমিটির প্রতিবেদনে তা উল্লেখ নেই। এ ক্ষেত্রে কোন কারণ ব্যতীত সর্বনিম্ন দরদাতাকে Non-Responsive করা হয়েছে।

বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রতিষ্ঠান বরাবর AIR প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৬/০৯/২০২২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর তাগিদপত্র এবং ১৬/১০/২০২২ খ্রি: তারিখে উপাচার্য বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ**

আপত্তি সংশ্লিষ্ট অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা এবং অনিয়মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০২

**শিরোনাম: আদায়কৃত ইউজার ফি হতে নীট মুনাফার পরিবর্তে মোট আয়ের ওপর আয়ের ভাতা নামে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি ১,০৪,৫৪,৩৯৬.০০ (এক কোটি চার লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই ) টাকা।**

**বিবরণ:**

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আদায়কৃত ইউজার ফি হতে নীট মুনাফার পরিবর্তে মোট আয়ের ওপর আয়ের ভাতা নামে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১,০৪,৫৪,৩৯৬.০০ টাকা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের ক্যাশবহি, মহামান্য হাইকোর্টের রায়, অফিস আদেশ, আয়-ব্যয় বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট আয় ২,৫৯,৭২,৮৯০.০০ টাকা, মোট ব্যয় ১,৬৪,৩৭,১৪৯.০০ টাকা। মোট আয় হতে মোট ব্যয় বাদে নীট লভ্যাংশের পরিমান ৯৫,৩৫,৭৪১.০০ টাকা। উক্ত লভ্যাংশের ৩০% হারে ২৮,৬০,৭২২.০০ টাকা বিতরণ যোগ্য। কিন্তু, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে আয়ের ভাতা বাবদ বিতরণ করা হয়েছে ১,৩৩,১৫,১১৮.০০ টাকা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার কার্যালয়ের অফিস আদেশ নং-বিএসএমএমইউ/২০১৯/ ১১৩২৪, তারিখ: ১৯/১০/২০১৯ খ্রি: মোতাবেক মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী সকল বিভাগ কর্তৃক ইউজার ফি খাতে সংগৃহীত টাকা হতে মোট আয়ের পরিবর্তে নীট লভ্যাংশের ৩০% বন্টনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের রীট পিটিশন নং ১৫৩৬০/২০১৮ মোতাবেক প্রদত্ত রায় আমলে না নিয়ে নীট মুনাফার পরিবর্তে ইউজার ফি খাতে সংগৃহীত মোট আয়ের ওপর ৩০% হারে টাকা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়া হয়েছে। রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের অফিস আদেশের স্মারক নং- বিএসএমএমইউ/২০১৯/১১৩২৪, তারিখ: ১৯/১০/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে বিগত ২৭/০৫/২০০৭খ্রি: তারিখ হতে যে সকল শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, টেকনোলজিস্ট/ টেকনিশিয়ান, নার্স এবং কর্মচারিগণ নীট মুনাফার ৩০% এর পরিবর্তে মোট আয়ের ৩০% গ্রহণ করেছেন তাদেরকে অতিরিক্ত গৃহিত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে ফেরৎ দানের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি এ বিষয়ে গৃহিত ব্যবস্থার কোনো প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

আলোচ্য ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের রায় অমান্য করে আদায়কৃত ইউজার ফি আয়ের ভাতা নামে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করায় ১,০৪,৫৪,৩৯৬.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০২]।**

**অনিয়মের কারণ:**

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের রীট পিটিশন নং ১৫৩৬০/২০১৮ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

রেজিষ্ট্রার কার্যালয়ের অফিস আদেশ নং বিএসএমএমইউ/২০১৯/১১৩২৪ তারিখ: ১৯/১০/২০১৯ খ্রি. এর লঙ্ঘন।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:**

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, এস, আর, ও নং-১৪৫-আইন/২০০৮ তারিখ: ১১/০৬/২০০৮ খ্রি. এর বিধি-২৪ অনুযায়ী সকল সরকারি হাসপাতাল, সরকারি জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের অর্থনৈতিক বিষয়াদি পরিচালিত হয়ে আসছে। সরকারি হাসপাতাল, সরকারি জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ন্যায় রক্ত পরিসঞ্চালনের সকল সেবা এবং মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ত পরিসঞ্চালনের সেবা একই হওয়ায় বিধি-২৪ সকলের জন্য প্রযোজ্য।

**নিরীক্ষা মন্তব্য:**

জবাব আপত্তি নিস্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের এসআরও নং- ১৪৫-আইন/২০০৮ তারিখঃ ১১/০৬/২০০৮ খ্রি: এর বিধি-২৪ এর অপব্যাখ্যা করে ইউজার ফি খাতে সংগৃহিত টাকা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়া হয়েছে। বিধি-২৪ এ প্রত্যেক সরকারি হাসপাতালের রক্ত সঞ্চালন সেবা এবং রক্ত পরিসঞ্চালন সংক্রান্ত কথাটি উল্লেখ থাকায় ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের ক্ষেত্রে এই এসআরও টি প্রযোজ্য হবে না। কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের একটি বিভাগ হিসেবে সরকারি হাসপাতালের বর্ণিত সুবিধা প্রাপ্য নয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজার ফি খাতে আদায়কৃত অর্থের বন্টননীতি আদালত দ্বারা নির্ধারিত। এক্ষেত্রে আদালতের রায় মোতাবেক ইউজার ফি বন্টন আবশ্যক।

বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রতিষ্ঠান বরাবর AIR প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৬/০৯/২০২২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর তাগিদপত্র এবং ১৬/১০/২০২২ খ্রি: তারিখে উপাচার্য বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ:**

আপত্তি সংশ্লিষ্ট অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা প্রদান এবং অনিয়মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৩**

**শিরোনাম: মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট এর নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহিত ইউজার ফি এর অর্থ আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি ১১৬,০৪,৩১,২৬২.০০ (একশত ষোলো কোটি চার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুইশত বাষট্টি) টাকা।**

**বিবরণ:**

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট এর নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহিত ইউজার ফি এর অর্থ আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১১৬,০৪,৩১,২৬২.০০ টাকা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর অফিস আদেশ, আয়-ব্যয় বিবরণী, মহামান্য হাইকোর্টের রায় ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০০৭-২০২০ পর্যন্ত ইউজার ফি হতে প্রাপ্ত নীট মুনাফা এর পরিমাণ ৩২৩,২৬,১৯,৮১৫.০০ টাকা। বিধি অনুসারে উক্ত নীট মুনাফা হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্টাফদের ৩০% কমিশন বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ (১০% আয়কর বাদে) ৮৭,২৮,০৭,৩৫০.০০ টাকা। অথচ প্রদান করা হয়েছে ২০৩,৩২,৩৮,৬১২.০০ টাকা যা প্রাপ্য অপেক্ষা ১১৬,০৪,৩১,২৬২.০০ টাকা বেশি।

রীট পিটিশন নং-১৫৩৬০/২০১৮ এর নির্দেশনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার কার্যালয়ের অফিস আদেশ নং-বিএসএমএমইউ/২০১৯/১১৩২৪ তাং ১৯/১০/২০১৯ খ্রি. অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক ইউজার ফি খাতে সংগৃহীত মোট আয়ের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, চিকিৎসক ও স্টাফগণ নীট মুনাফার ৩০% কমিশন বাবদ প্রাপ্য হবেন। এছাড়া আদেশ অনুযায়ী, বিগত ২৭/০৫/২০০৭ হতে যে সকল শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, টেকনোলজিস্ট/ টেকনিশিয়ান, নার্স এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ নীট মুনাফার ৩০% এর পরিবর্তে মোট আয়ের ৩০% গ্রহণ করেছেন তাদেরকে অতিরিক্ত গৃহিত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে ফেরত দিতে হবে এবং অতিরিক্ত গৃহিত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায় না হওয়া পর্যন্ত ইউজার ফি খাতে সংগৃহিত টাকা বিলি-বন্টন স্থগিত থাকবে। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অদ্যাবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্টাফ কর্তৃক ইউজার ফি হতে কমিশন বাবদ অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ আদায় হয়নি।

এমতাবস্থায় মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট এর নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহিত ইউজার ফি এর অর্থ আদায় না করায় ১১৬,০৪,৩১,২৬২.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। **[বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৩]।**

**অনিয়মের কারণ:**

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার কার্যালয়ের অফিস আদেশ নং-বিএসএমএমইউ/২০১৯/১১৩২৪ তাং ১৯/১০/২০১৯ খ্রি. এবং রীট পিটিশন নং-১৫৩৬০/২০১৮ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:**

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট এর হাইকোর্ট ডিভিশনের রীট পিটিশন নং ১৫৩৬০/২০১৮ মোতাবেক প্রদত্ত রায়ের প্রেক্ষিতে গত ০১/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৮০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি, ভাইরোলজী, বায়োকেমিষ্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি, প্যাথলজী, ল্যাবরেটরী মেডিসিন, রেডিওলজী এন্ড ইমেজিং বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক ২৫/০৭/২০০৭ তারিখ থেকে হালানাগাদ ইউজার ফিস আদায়পূর্বক নীট লভ্যাংশের ৩০% এর পরিবর্তে মোট আয়ের ৩০% সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও টেকনোলজিষ্ট/টেকনিশিয়ান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে, উক্ত বন্টনকৃত অতিরিক্ত অর্থ ইতোমধ্যে যারা পেনশনে গিয়েছে তাদের নিকট থেকে আদায় করা হয়েছে এবং অন্যদের ক্ষেত্রেও আদায়ের বিষয়ে প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য:**

জবাব স্বীকৃতিমূলক। মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর অফিস আদেশ পরিপালন করা হয়নি।

বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রতিষ্ঠান বরাবর AIR প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৬/০৯/২০২২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর তাগিদপত্র এবং ১৬/১০/২০২২ খ্রি: তারিখে উপাচার্য বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ:**

আপত্তি সংশ্লিষ্ট অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা এবং অনিয়মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৪**

**শিরোনাম: ব্যক্তিগত প্রফেশনাল সার্ভিসের ওপর কমিশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৯,৬৯,৭৮,৫৯৪.০০ (নয় কোটি উনসত্তর লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশত চুরানব্বই) টাকা।**

**বিবরণ:**

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যক্তিগত প্রফেশনাল সার্ভিসের ওপর কমিশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৯,৬৯,৭৮,৫৯৪.০০ টাকা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর অফিস আদেশ, আয়-ব্যয় বিবরণী, মহামান্য হাইকোর্টের রায়, ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০০৭-২০২০ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আদায়কৃত ইউজার ফি ৭৫২,৮৬,৭৩,৩১৭.০০ টাকা এবং ব্যয় ৪২৯,৬০,৫৩,৫০৩.০০ টাকা। আদায়কৃত ইউজার ফি হতে মোট ব্যয় বাদে নীট মুনাফার পরিমাণ ৩২৩,২৬,১৯,৮১৪.০০ টাকা। নীট মুনাফার ৩০% হারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও টেকনোলজিষ্ট/টেকনিশিয়ান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রফেশনাল সার্ভিস প্রদান বাবদ প্রদেয় কমিশনের পরিমাণ হয় ৯৬,৯৭,৮৫,৯৪৪.০০ টাকা এবং উক্ত কমিশনের ওপর ১০% হারে আয়করের পরিমাণ ৯,৬৯,৭৮,৫৯৪.০০ টাকা। কিন্তু, সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রফেশনাল সার্ভিসের ওপর প্রদত্ত কমিশনের ওপর  কোন আয়কর কর্তন করা হয়নি।

রীট পিটিশন নং-১৫৩৬০/২০১৮ এর নির্দেশনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার কার্যালয়ের অফিস আদেশ নং-বিএসএমএমইউ/২০১৯/১১৩২৪ তাং ১৯/১০/২০১৯ খ্রি. অনুযায়ী আদায়কৃত ইউজার ফি হতে বর্তমানে প্রচলিত আইনের অধীনে প্রযোজ্য ট্যাক্স কর্তন করার পর প্রফেশনাল সার্ভিস প্রদান বাবদ কমিশন প্রদান করতে হবে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২-এ (১)(২) অনুযায়ী ডাক্তারগণের সেবা প্রদানের জন্য ফি, পেশাগত ফি অথবা টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ফি এর ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ওপর ১০% এবং ২৫ লক্ষ টাকার ওপরে হলে ১২% উৎসে কর কর্তনযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

আলোচ্য ক্ষেত্রে কমিশন বাবদ প্রদত্ত ইউজার ফি এর ওপর আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৯,৬৯,৭৮,৫৯৪.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। **[বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৪]।**

**অনিয়মের কারণ:**

রেজিষ্ট্রার কার্যালয়ের অফিস আদেশ নং-বিএসএমএমইউ/২০১৯/১১৩২৪ তাং ১৯/১০/২০১৯ খ্রি. এবং রীট পিটিশন নং-১৫৩৬০/২০১৮ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২-এ (১)(২) এর লঙ্ঘন।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:**

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, ব্যক্তিগত প্রফেসনাল সার্ভিসের ওপর কমিশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে উৎসে আয়কর কর্তন করে আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য:**

জবাব স্বীকৃতিমূলক। জবাব মোতাবেক আপত্তিকৃত সমূদয় অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।

বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রতিষ্ঠান বরাবর AIR প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৬/০৯/২০২২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর তাগিদপত্র এবং ১৬/১০/২০২২ খ্রি: তারিখে উপাচার্য বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ:**

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা এবং অনিয়মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৫**

**শিরোনাম: বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধানমালা-২০১৭ লঙ্ঘনপূর্বক বিভাগের নিজস্ব তহবিলে নির্দিষ্ট পরিমান টাকার অতিরিক্ত ৮০,৯৮,৭৩,৬১৭.০০ (আশি কোটি আটানব্বই লক্ষ তিয়াত্তর হাজার ছয়শত সতের) টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে স্থানান্তর না করে অনিয়মিতভাবে সংরক্ষণ।**

**বিবরণ:**

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধানমালা-২০১৭ এর বিধি লঙ্ঘনপূর্বক বিভাগের নিজস্ব তহবিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার অতিরিক্ত ৮০,৯৮,৭৩,৬১৭.০০ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে স্থানান্তর না করে অনিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্যাশবহি ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত একাডেমিক ইউনিটসমূহের কালেকশন ছাড়া ৩০ টি ইউনিটে অন্যান্য সকল কালেকশন বাবদ মোট স্থিতির পরিমান ৮১,৮৮,৭৩,৬১৭.০০ টাকা। প্রতিটি ইউনিটে ৩,০০,০০০.০০ টাকা হিসেবে ৩০ টি ইউনিটের মোট সংরক্ষণযোগ্য অর্থের পরিমাণ ৯০,০০,০০০.০০ টাকা। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি বিভাগের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষণযোগ্য ৩,০০,০০০.০০ টাকার অতিরিক্ত কোন টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে স্থানান্তর করা হয়নি। এক্ষেত্রে বিভাগগুলো কর্তৃক অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত সংরক্ষণকৃত অর্থ কেন্দ্রীয় তহবিলে স্থানান্তর করা হলে সমপরিমাণ অর্থের সরকারি সাহায্য মঞ্জুরি (Grants in Aid) চাহিদা কম হতো। ফলে সরকারের বাজেট ঘাটতি হ্রাস হতো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবিধানমালা- ২০১৭ এর বিধি ২৮.৫ অনুযায়ী একাডেমিক ইউনিটসমূহের কালেকশন ছাড়া অন্যান্য সকল কালেকশন বাবদ একাউন্টে জমা টাকা মাস শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে স্থানান্তর করতে হবে। তবে বিভাগীয় তহবিলে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা জমা রাখা যাবে। এই টাকা হতে অফিস এবং অন্যান্য খরচের জন্য একটি ব্যয়ের হিসাব থাকবে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবিধানমালা-২০১৭ এর বিধি ২৮.৫ অনুসরণ না করায় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় তহবিল (৮১,৮৮,৭৩,৬১৭.০০-৯০,০০,০০০.০০)=৮০,৯৮,৭৩,৬১৭.০০ টাকা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে। **[বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৫]।**

**অনিয়মের কারণ:**

আর্থিক বিধি ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধান-২০১৭ এর বিধি ২৮.৫ এর লঙ্ঘন।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:**

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, তৎকালীন আইপিজিএমআর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোর নিজস্ব আয় থেকে জরুরী গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় মিটানোর জন্য এবং হাসপাতালের রোগীদের সেবা প্রদানে যাতে বিঘ্ন না ঘটে সে কারণে বিভাগগুলোতে ফান্ড রাখা প্রয়োজন। তবে অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে বিভাগীয় তহবিলের অর্থ কেন্দ্রীয় হিসাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রেক্ষিতে অনুরূপ আপত্তি গত ২০/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় মীমাংসা করা হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য:**

জবাব আপত্তি নিস্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবিধানমালা- ২০১৭ এর বিধি ২৮.৫ অনুযায়ী একাডেমিক ইউনিটসমূহের কালেকশন ছাড়া অন্যান্য সকল কালেকশন বাবদ একাউন্টে জমা টাকা মাস শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে স্থানান্তর করতে হবে। তবে বিভাগীয় তহবিলে সর্ব্বোচ্চ ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা জমা রাখা যাবে।

বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রতিষ্ঠান বরাবর AIR প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৬/০৯/২০২২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর তাগিদপত্র এবং ১৬/১০/২০২২ খ্রি: তারিখে উপাচার্য বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ:**

দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৬**

**শিরোনাম: আদায়কৃত ইউজার ফি হতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কমিশন প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ২,৭৩,৩০,০৩১.০০ (দুই কোটি তিয়াত্তর লক্ষ ত্রিশ হাজার একত্রিশ) টাকা ।**

**বিবরণ:**

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আদায়কৃত ইউজার ফি হতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কমিশন প্রদান করায় ২,৭৩,৩০,০৩১.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ০৩ টি বিভাগ (মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিষ্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজী এবং কার্ডিয়াক সার্জারী) এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্যাশবহি, আয়-ব্যয় বিবরণী, ইউজার ফি আদায় ও বন্টন রেজিস্টার বিল-ভাউচার যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, উল্লিখিত ০৩টি বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে আদায়কৃত ইউজার ফি বাবদ মোট আয় ৩৭,২১,৪০,২২০.০০ টাকা ও মোট ব্যয় ২০,৫০,৮৪,৭০৪.০০ টাকা। মোট আয় হতে মোট ব্যয় বাদে নীট লভ্যাংশ ১৬,৭০,৫৫,৫১৬.০০ টাকা। উক্ত লভ্যাংশের উপর ৩০% হারে বন্টনযোগ্য কমিশনের পরিমাণ ৫,০১,১৬,৬৫৫.০০ টাকা। তবে উক্ত ০৩ টি বিভাগ কর্তৃক আদায়কৃত ইউজার ফি হতে কমিশন বাবদ প্রদান করা হয়েছে ৭,৭৪,৪৬,৬৮৬.০০ টাকা। এক্ষেত্রে (৭,৭৪,৪৬,৬৮৬.০০ - ৫,০১,১৬,৬৫৫.০০) = ২,৭৩,৩০,০৩১.০০ টাকা বেশি প্রদান করা হয়েছে।

মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের রিট পিটিশন মোতাবেক প্রদত্ত রায় নং-১৫৩৬০/২০১৮ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের অফিস আদেশ নং-বিএসএমএমইউ/ ২০১৯/১১৩২৪ তারিখ: ১৯/১০/২০১৯ খ্রি: অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও টেকনোলজিস্ট/ টেকনিশিয়ান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরকে ইউজার ফি খাতে সংগৃহীত টাকা হতে নীট লভ্যাংশের ৩০% কমিশন বন্টনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত আদেশসমূহ পরিপালন না করে নীট মুনাফার পরিবর্তে মোট মুনাফার ওপর ৩০% হারে কমিশন প্রদান করা হয়েছে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের রিট পিটিশন মোতাবেক প্রদত্ত রায় এবং রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের অফিস আদেশ লঙ্ঘনপূর্বক ইউজার ফি হতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কমিশন প্রদান করায় ২,৭৩,৩০,০৩১.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। [**বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৬**]।

**অনিয়মের কারণ:**

মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের রীট পিটিশন নং-১৫৩৬০/২০১৮খ্রি: মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

রেজিষ্টার কার্যালয়ের অফিস আদেশের স্মারক নং-বিএসএমএমইউ/২০১৯/১১৩২৪ তারিখ: ১৯/১০/২০১৯ খ্রি: এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:**

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্মারক নং বিএসএমএমইউ/২০২০/১১৪৭৮, তারিখ-২৭/১২/২০২০খ্রি. এর মাধ্যমে পারিতোষিক সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। সে প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে স্মারক নং বিএসএমএমইউ/২০২১/৯৩১ তারিখ-০২/০২/২০২১খ্রি. এর মাধ্যমে পারিতোষিক সংক্রান্ত সর্বশেষ আদেশ জারী করেন। সে আদেশের প্রেক্ষিতে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ও অঙ্গীকারনামা জমা দিয়ে ল্যাবরেটরী মেডিসিন বিভাগ ৫০% অর্থ উত্তোলন করেন এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে বন্টন করেন। নিয়মানুযায়ী পারিতোষিক উত্তোলন ও বন্টন করায় তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই।

**নিরীক্ষা মন্তব্য:**

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, জবাবে উল্লিখিত পত্র নং- বিএসএমএমইউ/২০২১/৯৩১, তারিখ: ০২/০২/২০২১ ইং তে উল্লেখ করা হয়েছে সেপ্টেম্বর/২০১৯ এর পর হতে ইউজার ফি গ্রহণ বন্ধ থাকার কারণে বিশেষ করে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আর্থিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করে মানবিক কারণে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে ইউজার ফি বন্টন করা হচ্ছে যা মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের রায়ের পরিপন্থী। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট সকল ডাক্তারকে স্ট্যাম্পে হলফনামা সহকারে তাঁরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবেন না এমন অঙ্গীকারনামা পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রতিষ্ঠান বরাবর AIR প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৬/০৯/২০২২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর তাগিদপত্র এবং ১৬/১০/২০২২ খ্রি: তারিখে উপাচার্য বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ:**

আপত্তি সংশ্লিষ্ট অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা এবং অনিয়মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৭**

**শিরোনাম: বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিধি ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধান-২০১৭ এর নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক কোটেশন পদ্ধতিতে রি-এজেন্ট সামগ্রী ক্রয় বাবদ সীমাতিরিক্ত অনিয়মিত ব্যয় ২৭,৪৫,৫২,৭৫৯.০০ (সাতাশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার সাতশত উনষাট) টাকা।**

**বিবরণ:**

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিধি ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধান-২০১৭ এর নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক কোটেশন পদ্ধতিতে রি-এজেন্ট সামগ্রী ক্রয় বাবদ সীমাতিরিক্ত অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে ২৭,৪৫,৫২,৭৫৯.০০ টাকা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর বিভিন্ন বিভাগের বিল-ভাউচার, লেজার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কোটেশন পদ্ধতিতে পরিশিষ্টে বর্ণিত সরবরাহকারীগণের মাধ্যমে ১১ টি বিভাগের জন্য ২৯,০৯,০২,৭৫৯.০০ টাকার রি-এজেন্ট ক্রয় করা হয়েছে।

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৬৯(১) অনুযায়ী কোটেশন পদ্ধতিতে পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়ের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা তবে বৎসরে সর্বোচ্চ ১৫(পনের) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধানমালা-২০১৭ এর ২১.২ অনুযায়ী বিভাগীয় ক্রয়-কমিটি বিভাগীয় তহবিল হতে স্পট কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয়ের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ২,৯০,০০০.০০ টাকা এবং বছরে সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উহা পরিপালন করা হয়নি।

ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিধি ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধানমালা- ২০১৭ এর নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক কোটেশন পদ্ধতিতে রি-এজেন্ট সামগ্রী ক্রয় বাবদ ক্রয়কারীর আর্থিক সীমার অতিরিক্ত রি-এজেন্ট সামগ্রী ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে [২৯,১০,৫২,৭৫৯.০০ – (১৫,০০,০০০.০০ × ১১)]= ২৭,৪৫,৫২,৭৫৯.০০ টাকা। **[বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৭]।**

**অনিয়মের কারণ:**

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৬৯(১) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিধি ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধান-২০১৭ এর বিধি ২১.২ এর লঙ্ঘন।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:**

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে রোগীদের বিভিন্ন প্রকার অতি জরুরী টেস্টসমূহ করে থাকে যা মৃত্যু পথযাত্রী রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। পিপিআর এ স্পট কোটেশনের মাত্রা প্রতিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩.০০ লক্ষ টাকা হওয়ার প্রেক্ষিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিধি ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধান ২০১৭ মোতাবেক স্পট কোটেশনের মাধ্যমে ২,৯০,০০০.০০ টাকার মধ্যে ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বিভাগ কর্তৃক সে মোতাবেক রি-এজেন্ট ক্রয় করা হয়েছে। তবে, অনেক ক্ষেত্রে জরুরী প্রয়োজনে রোগীর সেবা প্রদানের স্বার্থে বিশেষ মূহুর্তে বৎসরের সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। এখন থেকে অডিটের পরামর্শ মোতাবেক পিপিআর, ২০০৮ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিধি মোতাবেক ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য:**

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধান-২০১৭ এর ২১.২ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করা হয়েছে।

বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রতিষ্ঠান বরাবর AIR প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৬/০৯/২০২২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর তাগিদপত্র এবং ১৬/১০/২০২২ খ্রি: তারিখে উপাচার্য বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ:**

দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৮**

**শিরোনাম: অগ্রিম গ্রহণের পর কোনরূপ গবেষণার কাজ না করা সত্ত্বেও অর্থ ফেরত না দেওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ৩৮,৭০,০০০.০০ (আটত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা।**

**বিবরণ:**

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অগ্রিম গ্রহণের পর কোনরূপ গবেষণার কাজ না করা সত্ত্বেও অর্থ ফেরত না দেওয়ায় ৩৮,৭০,০০০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর বিল, ভাউচার, গবেষণা সূচি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, করোনা ভাইরাসের ওপর IRB সম্পন্নকৃত প্রকল্পসসূহে রিচার্স প্রকল্প প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী The Research Proposal on Corona Virus for Research Grant ২০১৯-২০২০ এর আওতায় করোনা বিষয়ক ১৬ টি গবেষণা কাজের জন্য ১৬ জন গবেষককে ১৬/০৮/২০২০ খ্রি. তারিখে ৬০% অগ্রিম হিসেবে ৩৮,৭০,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ ২০ মাস অতিক্রান্ত হলেও অগ্রিম সমন্বয় করে পরবর্তী কিস্তি গ্রহণ করা হয়নি এবং অগ্রিম গৃহিত অর্থ ফেরত প্রদান করা হয়নি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ৩৯(খ) অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ গবেষণা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করবেন। দক্ষতা ও শৃংখলা অধ্যাদেশ [বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর ৩৮(৩) ধারা অনুযায়ী] এর ৫(ক) অনুযায়ী কোন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ১৯৯৮ এর ৩৯ ধারায় উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষের নিকট কর্তব্যে অবহেলাকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং এ অধ্যাদেশের ৫(ছ) অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশ অথবা অংশ বিশেষ বেতন হতে কেটে অথবা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে আদায় করা আবশ্যক। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত ধারাসমূহ পরিপালন করা হয়নি।

আলোচ্য ক্ষেত্রে উপরিল্লিখিত ধারাসমূহ লঙ্ঘনপূর্বক অগ্রিম গ্রহণের পর কোনরূপ গবেষণার কাজ না করা সত্ত্বেও অর্থ ফেরত না দেওয়ায় ৩৮,৭০,০০০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৮]।**

**অনিয়মের কারণ:**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ৩৯(খ) এবং দক্ষতা ও শৃংখলা অধ্যাদেশ এর ধারা ৫(ক), ৫(ছ) এর লঙ্ঘন।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:**

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অফিস থেকে তথ্য ও প্রমাণক সংগ্রহ করে বিস্তারিত জবাব পরবর্তীতে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য:**

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, দক্ষতা ও শৃংখলা অধ্যাদেশ [বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর ৩৮(৩) ধারা অনুযায়ী] এর ৫(ক) অনুযায়ী কোন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ১৯৯৮ এর ৩৯ ধারায় উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষের নিকট কর্তব্যে অবহেলাকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং এ অধ্যাদেশের ৫(ছ) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উক্ত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রতিষ্ঠান বরাবর AIR প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৬/০৯/২০২২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর তাগিদপত্র এবং ১৬/১০/২০২২ খ্রি: তারিখে উপাচার্য বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ:**

আপত্তি সংশ্লিষ্ট অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা এবং অনিয়মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

০৪.০৪.২০২৪

(মহাপরিচালক)
স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

কাজী ফাহমিদা হক
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

২১ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ..........................................।
০৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

# দ্বিতীয় অংশ
## (পরিশিষ্টসমূহ)

## অডিট অনুচ্ছেদসমূহের পরিশিষ্টের তালিকা

| অনুচ্ছেদ নম্বর | শিরোনাম | জড়িত (টাকা) | পরিশিষ্ট নম্বর |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ০১ | সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দিয়ে উচ্চ দরদাতার মাধ্যমে ESWL মেশিন সরবরাহ নেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি | ৬৯,৬০,০০০.০০ | ০১ |
| ০২ | আদায়কৃত ইউজার ফি হতে নীট মুনাফার পরিবর্তে মোট আয়ের ওপর আয়ের ভাতা নামে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি | ১,০৪,৫৪,৩৯৬.০০ | ০২ |
| ০৩ | মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অতিরিক্ত গৃহিত ইউজার ফি এর অর্থ আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি | ১১৬,০৪,৩১,২৬২.০০ | ০৩ |
| ০৪ | ব্যক্তিগত প্রফেশনাল সার্ভিসের ওপর কমিশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি | ৯,৬৯,৭৮,৫৯৪.০০ | ০৪ |
| ০৫ | বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধানমালা-২০১৭ এর বিধি লঙ্ঘনপূর্বক বিভাগের নিজস্ব তহবিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার অতিরিক্ত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে স্থানান্তর না করে অনিয়মিতভাবে সংরক্ষণ | ৮০,৯৮,৭৩,৬১৭.০০ | ০৫ |
| ০৬ | আদায়কৃত ইউজার ফি হতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কমিশন প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি | ২,৭৩,৩০,০৩১.০০ | ০৬ |
| ০৭ | বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিধি ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধান-২০১৭ এর নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক কোটেশন পদ্ধতিতে রি-এজেন্ট সামগ্রী ক্রয় বাবদ সীমাতিরিক্ত অনিয়মিত ব্যয় | ২৭,৪৫,৫২,৭৫৯.০০ | ০৭ |
| ০৮ | অগ্রিম গ্রহণের পর কোনরুপ গবেষণার কাজ না করা সত্বেও অর্থ ফেরত না দেওয়ায় আর্থিক ক্ষতি | ৩৮,৭০,০০০.০০ | ০৮ |
| | **মোট=** | **২৩৯,০৪,৫০,৬৫৯.০০** | |
| | **কথায়: দুইশত উনচল্লিশ কোটি চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছয়শত উনষাট টাকা।** | | |

পরিশিষ্ট নম্বর-০১

অনুচ্ছেদ নম্বর-০১

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা**

**অর্থবছর: ২০২০-২০২১**

**সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দিয়ে উচ্চ দরদাতার মাধ্যমে ESWL মেশিন সরবরাহ নেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি:**

| ক্রঃ নং | বিবরণ | কার্যাদেশ নং ও তারিখ | সর্বোচ্চ দরদাখিলকারী (Sunny Trading Agency Pvt. Ltd.) কে পরিশোধিত দর | সর্বনিম্ন দরদাখিলকারীর (Anifco Health Care) দাখিলকৃত দর | আর্থিক ক্ষতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬= (৪-৫) | ৭ |
| ০১. | Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) | ৭২৬১<br>২৬/০৭/২০২০ | ৩,৬৯,৬০,০০০.০০ | ৩,০০,০০,০০০.০০ | ৬৯,৬০,০০০.০০ | সুনির্দিষ্ট কোন কারণ উল্লেখ ব্যতীত সর্বনিম্ন দরদাতা কে নন রেসপনসিভ করে সর্বোচ্চ দরদাতা হতে মেশিন সরবরাহ নেয়া হয়েছে। ফলে উল্লিখিত অর্থ ক্ষতি হয়েছে। |
| | | | | **মোট=** | **৬৯,৬০,০০০.০০** | |
| | | | | | **কথায়: উনসত্তর লক্ষ ষাট হাজার টাকা** | |

পরিশিষ্ট-০২
অনুচ্ছেদ-০২

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়**
**অর্থবছর: ২০২০-২০২১**

**আদায়কৃত ইউজার ফি হতে নীট মুনাফার পরিবর্তে মোট আয়ের ওপর আয়ের ভাতা নামে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:**

| বিভাগসমূহের নাম | দায়িত্বরত বিভাগীয় চেয়ারম্যান | মাসের নাম | মোট আয় | মোট ব্যয় | নীট লভ্যাংশ | কমিশন বাবদ বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ | কমিশন বাবদ প্রাপ্য টাকার পরিমাণ | অতিরিক্ত গৃহীত টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬=৪-৫ | ৭ | ৮= ৬ এর ৩০% | ৯ = (৭-৮) |
| ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ | অধ্যাপক ডাঃ মো: আসাদুল ইসলাম | জুলাই/২০-জুন/২১ | ২,৫৯,৭২,৮৯০.০০ | ১,৬৪,৩৭,১৪৯.০০ | ৯৫,৩৫,৭৪১.০০ | ১,৩৩,১৫,১১৮.০০ | ২৮,৬০,৭২২.০০ | ১,০৪,৫৪,৩৯৬.০০ |
| | | | | | | | **সর্বমোট=** | **১,০৪,৫৪,৩৯৬.০০** |
| **কথায়: এক কোটি চার লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই টাকা** | | | | | | | | |

পরিশিষ্ট নম্বর-০৩
অনুচ্ছেদ নম্বর-০৩

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

### অর্থবছর: ২০২০-২০২১

**মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহিত ইউজার ফি এর অর্থ আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:**

| ক্রঃনং | বিভাগ | বৎসর | প্রকৃত আয় | প্রকৃত ব্যয় | নীট মুনাফা | প্রাপ্য কমিশন (৩০%) | আয়কর (১০%) | নীট প্রাপ্য | গৃহীত | অতিরিক্ত গ্রহণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬(৪-৫) | ৭ | ৮ | ৯(৭-৮) | ১০ | ১১(১০-৯) |
| ০১. | বিভিন্ন বিভাগ | ২০০৭-২০২০ | ৭৫২,৮৬,৭৩,৩১৭.০০ | ৪২৯,৬০,৫৩,৫০৩.০০ | ৩২৩,২৬,১৯,৮১৫.০০ | ৯৬,৯৭,৮৫,৯৪৪.০০ | ৯,৬৯,৭৮,৫৯৪.০০ | ৮৭,২৮,০৭,৩৫০.০০ | ২০৩,৩২,৩৮,৬১২.০০ | ১১৬,০৪,৩১,২৬২.০০ |
| | | | | | | | | | মোট= | ১১৬,০৪,৩১,২৬২.০০ |
| | | | | | | | | | | কথায়: একশত  ষোল কোটি চার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুইশত বাষট্টি টাকা |

পিটিশন নং-১৫৩৬০/২০১৮ এর রায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস স্মারক নং-বিএসএমএমইউ/২০১৯/১১৩২৪ তাং ১৯/১০/২০১৯ খ্রি. অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকোবায়োলজি, ভাইরোলজি, মলিকুলার বায়োলজি এন্ড বায়োক্যামিস্ট্রি সহ অন্যান্য যে সকল বিভাগে ইউজার ফি আদায়পূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, টেকনোলজিস্ট, টেকনিশিয়ান এবং সংশিষ্ট কর্মচারীগণের মধ্যে বন্টন করা হয় সে সকল বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ইউজার ফি খাতে সংগৃহিত টাকা হতে নীট লভ্যাংশের ৩০% বন্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ফি গ্রহণকারীগণ বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানে প্রাকটিস করতে পারবেন না মর্মে অঙ্গীকারনামা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে প্রচলিত আইনের অধীনে প্রযোজ্য ট্যাক্স কর্তন করার পর সকল প্রকার ইউজার ফি বিতরণ করতে হবে। মহামান্য হাইকোর্ট আরও নির্দেশনা দিয়েছেন যে, বিগত ২৭/০৫/২০০৭ হতে যে সকল শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, টেকনোলজিস্ট/টেকনিশিয়ান, নার্স এবং সংশিষ্ট কর্মচারীগণ নীট মুনাফার ৩০% এর পরিবর্তে মোট আয়ের ৩০% গ্রহণ করেছেন তাদেরকে অতিরিক্ত গৃহিত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে ফেরত দিতে হবে এবং উপরোক্ত বিভাগসমূহ সহ যে সকল বিভাগ ইউজার ফি সংগ্রহ করে তাদেরকে প্রতি আর্থিক বছর শেষে গৃহীত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায় না হওয়া পর্যন্ত ইউজার ফি খাতে সংগৃহিত টাকা বিলি-বন্টন স্থগিত থাকবে।

পরিশিষ্ট নম্বর-০৪
অনুচ্ছেদ নম্বর-০৪

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা**

**অর্থবছর: ২০২০-২০২১**

**ব্যক্তিগত প্রফেশনাল সার্ভিসের ওপর কমিশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি :**

| ক্রঃ নং | বিভাগ | বৎসর | প্রকৃত আয় | প্রকৃত ব্যয় | নীট মুনাফা | প্রাপ্য কমিশন (৩০%) | কর্তণযোগ্য আয়কর (১০%) | কর্তণকৃত আয়কর | অনাদায়ী |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬(৪-৫) | ৭ | ৮ | ৯ | ১০(৮-৯) |
| ০১. | বিভিন্ন বিভাগ | ২০০৭-২০২০ | ৭৫২,৮৬,৭৩,৩১৭.০০ | ৪২৯,৬০,৫৩,৫০৩.০০ | ৩২৩,২৬,১৯,৮১৪.০০ | ৯৬,৯৭,৮৫,৯৪৪.০০ | ৯,৬৯,৭৮,৫৯৪.০০ | - | ৯,৬৯,৭৮,৫৯৪.০০ |
| | | | | | | | | **মোট=** | **৯,৬৯,৭৮,৫৯৪.০০** |
| **কথায়: নয় কোটি উনসত্তর লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশত চুরানব্বই টাকা** | | | | | | | | | |

পিটিশন নং-১৫৩৬০/২০১৮ এর রায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস স্মারক নং-বিএসএমএমইউ/২০১৯/১১৩২৪ তাং ১৯/১০/২০১৯ খ্রি. অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকোবায়োলজি, ভাইরোলজি, মলিকুলার বায়োলজি এন্ড বায়োক্যামিস্ট্রি সহ অন্যান্য যে সকল বিভাগে ইউজার ফি আদায়পূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, টেকনোলজিস্ট, টেকনিশিয়ান এবং সংশিষ্ট কর্মচারীগণের মধ্যে বন্টন করা হয় সে সকল বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ইউজার ফি খাতে সংগৃহিত টাকা হতে নীট লভ্যাংশের ৩০% বন্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ফি গ্রহণকারীগণ বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানে প্রাকটিস করতে পারবেন না মর্মে অঙ্গীকারনামা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে প্রচলিত আইনের অধীনে প্রযোজ্য ট্যাক্স কর্তন করার পর সকল প্রকার ইউজার ফি বিতরণ করতে হবে। মহামান্য হাইকোর্ট আরও নির্দেশনা দিয়েছেন যে, বিগত ২৭/০৫/২০০৭ হতে যে সকল শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, টেকনোলজিস্ট/টেকনিশিয়ান, নার্স এবং সংশিষ্ট কর্মচারীগণ নীট মুনাফার ৩০% এর পরিবর্তে মোট আয়ের ৩০% গ্রহণ করেছেন তাদেরকে অতিরিক্ত গৃহিত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে ফেরত দিতে হবে এবং উপরোক্ত বিভাগসমূহ সহ যে সকল বিভাগ ইউজার ফি সংগ্রহ করে তাদেরকে প্রতি আর্থিক বছর শেষে গৃহীত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায় না হওয়া পর্যন্ত ইউজার ফি খাতে সংগৃহিত টাকা বিলি-বন্টন স্থগিত থাকবে।

পরিশিষ্ট নম্বর-০৫
অনুচ্ছেদ নম্বর-০৫

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা**
**অর্থবছর: ২০২০-২০২১**

**বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধানমালা-২০১৭ এর বিধি লঙ্ঘনপূর্বক বিভাগের নিজস্ব তহবিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার অতিরিক্ত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে স্থানান্তর না করে অনিয়মিতভাবে সংরক্ষণ:**

| ক্র. নং. | বিভাগসমূহের নাম | বিভাগীয় ব্যাংক হিসাব নম্বর | ৩০/০৬/২০২১খ্রি: তারিখে সমাপনী স্থিতি | বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধানমালা-২০১৭ অনুযায়ী বিভাগীয় তহবিলে সংরক্ষণযোগ্য টাকা | কেন্দ্রীয় তহবিলে হস্তান্তরযোগ্য টাকার পরিমান |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | কার্ডিওলজি বিভাগ | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০৭৪৬ | ৩,০২,২৮,৩১৬.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ২,৯৯,২৮,৩১৬.০০ |
| ০২. | ক্যাথল্যাব ফান্ড | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০৭৩৩ | ১,৩৬,৯৪,২২৮.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১,৩৩,৯৪,২২৮.০০ |
| ০৩. | শিশু হেমাটোলজি | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭১০১১৩৮২৩৭ | ৯৬,৮৮,১৩৭.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৯৩,৮৮,১৩৭.০০ |
| ০৪. | পেডিয়াটিক হেমাটোলজি স্পেশাল ল্যাবরেটরি | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭১০১১৪৯৭৭৮ | ৭৭,৬৮,৪৯২.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৭৪,৬৮,৪৯২.০০ |
| ০৫. | হেমাটোলজি বিভাগ | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭৯০১০২৪৭২০ | ৭৬,৫০,৫৯২.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৭৩,৫০,৫৯২.০০ |
| ০৬. | ইনভেস্টিগেশন ডিপা: অব ইউরোলজি | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০৭০৭ | ১৬,২০,৪৪৩.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১৩,২০,৪৪৩.০০ |
| ০৭. | ইউরো-ফ্লোমেট্রি ডিপা: অব ইউরোলজি | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০৬৯২ | ১৫,৬১,৬৩৮.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১২,৬১,৬৩৮.০০ |
| ০৮. | ডিপা: অব পেডিয়াট্রিক সার্জারী | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭৯০১০২৫০৯৭ | ৪৬,৯৭,৯৩৫.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৪৩,৯৭,৯৩৫.০০ |

| ক্র. নং. | বিভাগসমূহের নাম | বিভাগীয় ব্যাংক হিসাব নম্বর | ৩০/০৬/২০২১খ্রি: তারিখে সমাপনী স্থিতি | বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধানমালা-২০১৭ অনুযায়ী বিভাগীয় তহবিলে সংরক্ষণযোগ্য টাকা | কেন্দ্রীয় তহবিলে হস্তান্তরযোগ্য টাকার পরিমান |
|---|---|---|---|---|---|
| ০৯. | ডিপা: অব নিউরো সার্জারী | পূবালী ব্যাংক লি:<br>হিসাব নং-০৯৪৭৯০১০২৫১৪১ | ১,০৪,১৬,৬৯৭.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১,০১,১৬,৬৯৭.০০ |
| ১০. | পেডিয়াট্রিক গ্যস্ট্রোলজি এন্ড নিউট্রিশন | পূবালী ব্যাংক লি:<br>হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০৭১১ | ১৬,৭৪,২৬৯.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১৩,৭৪,২৬৯.০০ |
| ১১. | পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক ক্যাথল্যাব ফান্ড | পূবালী ব্যাংক লি:<br>হিসাব নং-০৯৪৭৯০১০২৪৭২০ | ৫৮,০৪,৮৪৯.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৫৫,০৪,৮৪৯.০০ |
| ১২. | ডিপা: অব ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন | পূবালী ব্যাংক লি:<br>হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০৫৯৫ | ১,২২,১৪,৭৪৮.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১,১৯,১৪,৭৪৮.০০ |
| ১৩ | পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি | পূবালী ব্যাংক লি:<br>হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০১২৭৫ | ৫৮,২৮,৮৬৯.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৫৫,২৮,৮৬৯.০০ |
| ১৪. | ডিপা: অব রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং (এক্স-রে, ইউ এস জি) | পূবালী ব্যাংক লি:<br>হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০০৩৯৩ | ৪,৪৮,৫৫,১১৮.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৪,৪৫,৫৫,১১৮.০০ |
| ১৫. | ডিপা: অব অ্যানেসথেসিয়া | পূবালী ব্যাংক লি:<br>হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০৪৭৯ | ১,১১,৭৮,০৮১.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১,০৮,৭৮,০৮১.০০ |
| ১৬. | ডিপা: অব অ্যানেসথেসিয়া (আই সি ইউ) | পূবালী ব্যাংক লি:<br>হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০৪৮৩ | ৪,৮৩,৩২,৩১৭.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৪,৮০,৩২,৩১৭.০০ |
| ১৭. | ডিপা: অব রিপ্রোডাকটিভ এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড ইনফার্টিলিটি | পূবালী ব্যাংক লি:<br>হিসাব নং-০৯৪৭৯০১০৩৯৭৩৪ | ৩৫,৭৫,২০১.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৩২,৭৫,২০১.০০ |
| ১৮. | ডিপা: অব ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি | পূবালী ব্যাংক লি:<br>হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০৬৬১ | ২,৯৪,৬১,২৪৪.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ২,৯১,৬১,২৪৪.০০ |
| ১৯. | ডিপা: অব কার্ডিয়াক সার্জারী | পূবালী ব্যাংক লি:<br>হিসাব নং-০৯৪৭৯০১০৩১৩৮৭ | ৭৬,৪২,৮৫৭.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৭৩,৪২,৮৫৭.০০ |
| ২০. | ডিপা: অব মাইক্রোবায়োলজি এন্ড ইমিনোলজি | পূবালী ব্যাংক লি:<br>হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০৬৫৩ | ১৫,০৫,২৪,৩০২.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১৫,০২,২৪,৩০২.০০ |

| ক্র. নং. | বিভাগসমূহের নাম | বিভাগীয় ব্যাংক হিসাব নম্বর | ৩০/০৬/২০২১খ্রি: তারিখে সমাপনী স্থিতি | বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধানমালা-২০১৭ অনুযায়ী বিভাগীয় তহবিলে সংরক্ষণযোগ্য টাকা | কেন্দ্রীয় তহবিলে হস্তান্তরযোগ্য টাকার পরিমান |
|---|---|---|---|---|---|
| ২১. | ডার্মাটোলজি/ভেনারোলজি | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭৯০১০২৫০৬০ | ২,৩৩,১৩,৮২৭.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ২,৩০,১৩,৮২৭.০০ |
| ২২. | ডিপা: অব রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং (এম আর আই ফান্ড) | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০৩৮৪ | ৬,৫০,১০,৭৬২.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৬,৪৭,১০,৭৬২.০০ |
| ২৩. | ডিপা: অব রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০৪০৬ | ১০,৯১,১৯,৫৬৩.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১০,৮৮,১৯,৫৬৩.০০ |
| ২৪ | ডিপা: অব ফেটো মেটারনাল মেডিসিন | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০১৩৪১ | ২৩,৭৩,৩৩৮.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ২০,৭৩,৩৩৮.০০ |
| ২৫. | ই এন টি ইনভেস্টিগেশন | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০১১৩৬ | ১,৭৬,০১,১৩৩.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১,৭৩,০১,১৩৩.০০ |
| ২৬. | ডিপা: অব ভাইরোলজি | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭৯০১০২৪৭৪০ | ৩,৯৩,০০,৭৪৪.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,৯০,০০,৭৪৪.০০ |
| ২৭. | ডিপা: অব নেফ্রোলজি | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭১০২০০০৬০০ | ১,১৭,৩৭,০৪৪.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১,১৪,৩৭,০৪৪.০০ |
| ২৮. | ডিপা: অব অটোলারিনোলজি | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭৯০১০২৫০২১ | ৭১,৬১,৩৭২.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৬৮,৬১,৩৭২.০০ |
| ২৯. | ডিপা: অব বায়োকেমিস্ট্রি | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭৯০১০২৪৭৩৫ | ১৩,৩২,৯৬,৮৯৭.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১৩,২৯,৯৬,৮৯৭.০০ |
| ৩০. | ডিপা: অব নিউনেটোলজি | পূবালী ব্যাংক লি: হিসাব নং-০৯৪৭৯০১০৩৩৬২৯ | ১৫,৪০,৬০৪.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১২,৪০,৬০৪.০০ |
| | | **মোট=** | **৮১,৮৮,৭৩,৬১৭.০০** | **৯০,০০,০০০.০০** | **৮০,৯৮,৭৩,৬১৭.০০** |
| | | | | | **কথায়: আশি কোটি আটানব্বই লক্ষ তিয়াত্তর হাজার ছয়শত সতের টাকা** |

পরিশিষ্ট-০৬
অনুচ্ছেদ-০৬

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
## অর্থবছর : ২০২০-২০২১

**আদায়কৃত ইউজার ফি হতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কমিশন প্রদান করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি :**

| বিভাগসমূহের নাম | দায়িত্বরত বিভাগীয় চেয়ারম্যানের নাম | মাসের নাম | মোট আয় | মোট ব্যয় | লভ্যাংশ | কমিশন বাবদ গৃহিত টাকার পরিমাণ | কমিশন বাবদ প্রাপ্য টাকার পরিমাণ | অতিরিক্ত গৃহিত টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬=৪-৫ | ৭ | ৮= ৬ এর ৩০% | ৯ = (৭-৮) |
| মাইক্রোবায়োলজী | অধ্যাপক ডাঃ শারমিন আহমেদ | জুলাই/২০-জুন/২১ | ১৪,৭৩,২৪,০৪৩.০০ | ৮,৩৩,৮২,৫৩৭.০০ | ৬,৩৯,৪১,৫০৬.০০ | ৩,১১,৩৪,০৫৫.০০ | ১,৯১,৮২,৪৫২.০০ | ১,১৯,৫১,৬০৩.০০ |
| বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজী বিভাগ | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মতিউর রহমান | জুলাই/২০-জুন/২১ | ২০,১০,৮৩,২৬২.০০ | ১০,১২,১৩,৬৭৫.০০ | ৯,৯৮,৬৯,৫৮৭.০০ | ৪,০৬,৮৩,৭৬২.০০ | ২,৯৯,৬০,৮৭৬.০০ | ১,০৭,২২,৮৮৬.০০ |
| কার্ডিয়াক সার্জারি | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ রেজওয়ানুল হক | জুলাই/২০-জুন/২১ | ২,৩৭,৩২,৯১৫.০০ | ২,০৪,৮৮,৪৯২.০০ | ৩২,৪৪,৪২৩.০০ | ৫৬,২৮,৮৬৯.০০ | ৯,৭৩,৩২৭.০০ | ৪৬,৫৫,৫৪২.০০ |
| | | **মোট=** | **৩৭,২১,৪০,২২০.০০** | **২০,৫০,৮৪,৭০৪.০০** | **১৬,৭০,৫৫,৫১৬.০০** | **৭,৭৪,৪৬,৬৮৬.০০** | **৫,০১,১৬,৬৫৫.০০** | **২,৭৩,৩০,০৩১.০০** |
| | | | | | | | | **কথায়: দুই কোটি তিয়াত্তর লক্ষ ত্রিশ হাজার একত্রিশ টাকা** |

বি: দ্র: হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য টিকেট ফি, ভর্তি ফি, বিছানা ও কেবিন ভাড়া, চিকিৎসা সেবা ফি, পরীক্ষা নিরীক্ষা সংক্রান্ত আরোপিত আদায়যোগ্য সকল প্রকার আয়কে ইউজার ফি বলা হয়।

পরিশিষ্ট নম্বর-০৭
অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

## অর্থবছর: ২০২০-২০২১

**বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিধি ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধান-২০১৭ এর নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক কোটেশন পদ্ধতিতে রি-এজেন্ট সামগ্রী ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় :**

| ক্র. নং | বিভাগ | বিবরণ | পরিশোধিত মূল্য | পিপিআর, ২০০৮ ও প্রবিধান-২০১৭ অনুসারে সীমা | ক্ষমতা বহির্ভুতভাবে অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | প্যাথলজী | রি-এজেন্ট ক্রয় | ১,৭১,৪৬,৩৬০.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ১,৫৬,৪৬,৩৬০.০০ |
| ০২ | ভাইরোলজি | ঐ | ৪,৯৩,৩৯,৮৬৪.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ৪,৭৮,৩৯,৮৬৪.০০ |
| ০৩ | ল্যাবরেটরী মেডিসিন | ঐ | ২,৪১,৩৭,৮১৯.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ২,২৬,৩৭,৮১৯.০০ |
| ০৪ | কার্ডিয়াক সার্জারী | ঐ | ১,৫৫,৩৮,৫৪৩.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ১,৪০,৩৮,৫৪৩.০০ |
| ০৫ | অর্থোডনট্রিক্স | ঐ | ১৯,৯৮,৮৮০.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ৪,৯৮,৮৮০.০০ |
| ০৬ | কার্ডিওলজি | ঐ | ৩১,৬৬,৭০০.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ১৬,৬৬,৭০০.০০ |
| ০৭ | পেডিয়েট্রিক হেমাটলজী এন্ড অনকোলজী | ঐ | ৫৯,৬২,৬২৭.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ৪৪,৬২,৬২৭.০০ |
| ০৮ | ট্রান্সফিউসান মেডিসিন | ঐ | ৩৫,৫৪,০৯৯.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ২০,৫৪,০৯৯.০০ |
| ০৯ | হেমাটলজী | ঐ | ২,৬৯,৬৫,৮০০.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ২,৫৪,৬৫,৮০০.০০ |
| ১০ | মাইক্রোবায়োলজী | রি-এজেন্ট ক্রয় | ৬,৭২,৭৫,৬৮২.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ৬,৫৭,৭৫,৬৮২.০০ |
| ১১ | বায়োক্যামিস্ট্রি | | ৭,৫৯,৬৬,৩৮৫.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ৭,৪৪,৬৬,৩৮৫.০০ |
| | | **মোট=** | **২৯,১০,৫২,৭৫৯.০০** | **১,৬৫,০০,০০০.০০** | **২৭,৪৫,৫২,৭৫৯.০০** |
| **কথায়: সাতাশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার সাতশত উনষাট টাকা** | | | | | |

পরিশিষ্ট নম্বর-০৮
অনুচ্ছেদ নম্বর-০৮

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

## অর্থবছর: ২০২০-২০২১

**অগ্রিম গ্রহণের পর কোনরুপ গবেষণার কাজ না করা সত্ত্বেও অর্থ ফেরত না দেওয়ায় আর্থিক ক্ষতি**

| ক্র. নং | গবেষণার বিষয় | গবেষণাকারীর নাম ও পদবী | গবেষণার জন্য বাজেট | কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ | পরিশোধিত ৬০% | বিল নং ও তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | Convalescent plasma transfusion therapy in severe COVID-19 patients-a tolerability, efficacy and dose response phase II RCT | Prof. Md. Sayedur Rahman chairman Department of pharmacology | ১৫,৬০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ | ১০৫ ১৬/০৮/২০২০ |
| ০২. | Epidemiology and clinical characteristics of medical doctors infected with COVID-19 in Bangladesh | Dr.Mohammad Tanvir Islam, Associate Prof. Department of Internal Medicine | ৭,৫০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ২,৪০,০০০.০০ | ১০৬ ১৬/০৮/২০২০ |
| ০৩. | Perceptions and behaviors of forefront healthcare fighters about COVID-19 during its pandemic situation in Bangladesh-a rapid survey | Dr. Fakhrul Islam Khaled Associate Prof. Department of Cardiology | ২,৪৭,২৫০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ১,২০,০০০.০০ | ১০৭ ১৬/০৮/২০২০ |
| ০৪. | Impact of COVID-19 pandemic on healthcare professional in Bangladesh. A cross sectional study, 2020 | Dr. Mohammed Shamsul Ahsan Associate Prof. Department of Psychiatry | ২,১৪,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ১,২০,০০০.০০ | ১০৮ ১৬/০৮/২০২০ |
| ০৫. | Presenting features and hematolgical characteristics of suspected COVID-19 patients in Bangladesh | Prof. Dr. Md.Abdul Aziz Chairman Department of Hematology | ৬,৮৮,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১০৯ ১৬/০৮/২০২০ |
| ০৬. | Sequence analysis of SARS COV-2 genome in a cohort of COVID-19 infected patients from Bangladesh | Prof. Dr. Munira Jahan Department of Virology | ৬,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১১০ ১৬/০৮/২০২০ |
| ০৭. | Profiling of cytokines in plasma of COVID-19 infected patients for understanding cytokine storm syndrome (CSS) and identification of biomarket of COVID-19 prognosis. | Dr. Most. Tahmina Akther Associate Prof. Department of Virology | ৮,৬৫,০০০.০০ | ২,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ১১১ ১৬/০৮/২০২০ |

| ক্র. নং | গবেষণার বিষয় | গবেষণাকারীর নাম ও পদবী | গবেষণার জন্য বাজেট | কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ | পরিশোধিত ৬০% | বিল নং ও তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০৮. | Expression of selected circulating micro RNAs in plasma of COVID-19 patients. | Dr. S M Rashed UL Islam<br>Associate Prof.<br>Department of Virology | ৮,৬৫,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ১,২০,০০০.০০ | ১১২<br>১৬/০৮/২০২০ |
| ০৯. | Remote consultation with cellphone in reproductive endocrinology and infertility: pushing telemedicine into mainstream healthcare during coronavirus pandemic and lockdown. | Prof. Jesmin Banu Chairman<br>Department of Reproductive Endocrinology and Infertility | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ১১৩<br>১৬/০৮/২০২০ |
| ১০. | Burnont among physicians working during COVID-19 pandemic in Bangladesh. | Dr.Md. Maruf Haque Khan<br>Lecturer Department of Public Health and Informatics | ৭,৩৫,০০০.০০ | ২,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ১১৪<br>১৬/০৮/২০২০ |
| ১১. | Phase II RCT of convalescent plasma transfusion in severe COVID-19 patient evaluation of efficacy and tolerability | Dr. SheikhSaiful Islam Shaheen<br>Associate Prof.<br>Department of Transfusion Medicine | ১৬,৫১,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১১৫<br>১৬/০৮/২০২০ |
| ১২. | Risk factors for disease severity and mortality in COVID-19 patients and their correlation with the outcome | Prof. Dr. Shohael Mahmud Arafat<br>Department of Internal Medicine | ১১,২০,০০০.০০ | ৭,৫০,০০০.০০ | ৪,৫০,০০০.০০ | ১১৬<br>১৬/০৮/২০২০ |
| ১৩. | Efficacy of a locally developed powered air purifying respirator (PAPR) for protection of healthcare staff during management of COVID-19 patients | Prof. AKM Akhtatuzzaman<br>Chairman<br>Department of Anaesthesia | ৮,৬০,০০০.০০ | ৭,০০,০০০.০০ | ৪,২০,০০০.০০ | ১১৭<br>১৬/০৮/২০২০ |
| ১৪. | Evaluation of comprehensive training course to prepare health professionals for dealing with COVID-19. | Dr. Md. Khalequzzaman<br>Associate Prof.<br>Department of Public Health and Informatics | ১,৫০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ১১৯<br>১৬/০৮/২০২০ |
| ১৫. | - | Dr. Kazi Maksuda Akter<br>Medical Officer | - | - | ১,২০,০০০.০০ | ৯৯৪<br>০৮/০৬/২০২১ |
| ১৬. | - | Dr. Din-E-Mujahid | - | - | ৩,৬০,০০০.০০ | ৯৯৫<br>০৮/০৬/২০২১ |
| | | | | মোট= | ৩৮,৭০,০০০.০০ | |
| | | | | | | কথায়: আটত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা |

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

### অর্থবছর : ২০২০-২০২১

### দায়িত্বরত বিভাগীয় চেয়ারম্যান/কর্মকর্তার নাম

| অনুচ্ছেদ নং | শিরোনাম | বিভাগের নাম | অর্থবছর | দায়িত্বরত বিভাগীয় চেয়ারম্যান/কর্মকর্তার নাম |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ০১ | সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দিয়ে উচ্চ দরদাতার মাধ্যমে ESWL মেশিন সরবরাহ নেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি। | - | ২০২০-২০২১ | উক্ত সময়ে অধ্যাপক অধ্যাপক ডাঃ একেএম মোশাররফ হোসেন কেন্দ্রীয় ক্রয় কমিটির প্রধান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। |
| ০২ | আদায়কৃত ইউজার ফি হতে নীট মুনাফার পরিবর্তে মোট আয়ের ওপর আয়ের ভাতা নামে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি | ট্রান্সফিউশন মেডিসিন | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মো: আসাদুল ইসলাম (বিভাগীয় চেয়ারম্যান) |
| ০৩ | মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অতিরিক্ত গৃহিত ইউজার ফি এর অর্থ আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি। | - | ঐ | প্রফেসর ডা মোহাম্মদ আতিকুর রহমান (ট্রেজারার) |
| ০৪ | ব্যক্তিগত প্রফেশনাল সার্ভিসের ওপর কমিশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। | - | ঐ | প্রফেসর ডা মোহাম্মদ আতিকুর রহমান (ট্রেজারার) |
| ০৫ | বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধানমালা-২০১৭ এর বিধি লঙ্ঘনপূর্বক বিভাগের নিজস্ব তহবিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার অতিরিক্ত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে স্থানান্তর না করে অনিয়মিতভাবে সংরক্ষণ। | কার্ডিওলজি বিভাগ | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ আলী আহসান |
| | | ক্যাথল্যাব ফান্ড | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ আলী আহসান |
| | | শিশু হেমাটোলজি | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল করিম |
| | | পেডিয়াটিক হেমাটোলজি স্পেশাল ল্যাবরেটরি | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল করিম |
| | | হেমাটোলজি বিভাগ | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল আজিজ |
| | | ইনভেস্টিগেশন ডিপা: অব ইউরোলজি | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ একেএম খুরশিদুল আলম |
| | | ইউরো-ফ্লোমেট্রি ডিপা: অব ইউরোলজি | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ একেএম খুরশিদুল আলম |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ডিপা: অব পেডিয়াট্রিক সার্জারী | ঐ | ডা একেএম জাহিদ হোসেন |
| | | ডিপা: অব নিউরো সার্জারী | ঐ | ডা এটিএম মোশারেফ হোসেন |
| | | পেডিয়াট্রিক গ্যস্ট্রোলজি এন্ড নিউট্রিশন | ঐ | ডা রোকনুজ্জামান |
| | | পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক ক্যাথল্যাব ফান্ড | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ ইকবাল হোসেন |
| | | ডিপা: অব ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন | ঐ | ডা মো: তসলিম উদ্দিন |
| | | পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি | ঐ | ডা একেএম জাহিদ হোসেন |
| | | ডিপা: অব রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং (এক্স-রে, ইউ এস জি) | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ ইকবাল হোসেন |
| | | ডিপা: অব অ্যানেসথেসিয়া | ঐ | ডা. এ কে এম আক্তারুজ্জামান |
| | | ডিপা: অব অ্যানেসথেসিয়া (আই সি ইউ) | ঐ | ডা. এ কে এম আক্তারুজ্জামান |
| | | ডিপা: অব রিপ্রোডাকটিভ এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড ইনফার্টিলিটি | ঐ | ডা জেসমিন বানু |
| | | ডিপা: অব ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ তুহিন সুলতানা |
| | | ডিপা: অব কার্ডিয়াক সার্জারী | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ রেজওয়ানুল হক |
| | | ডিপা: অব মাইক্রোবায়োলজি এন্ড ইমিনোলজি | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ শারমিন আহমেদ |
| | | ডার্মাটোলজি/ভেনারোলজি | ঐ | ডা মো: শহীদুল্লাহ শিকদার |
| | | ডিপা: অব রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং (এম আর আই ফান্ড) | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ ইকবাল হোসেন |
| | | ডিপা: অব রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ ইকবাল হোসেন |
| | | ডিপা: অব ফেটো মেটারনাল মেডিসিন | ঐ | ডা ফিরোজা বেগম |
| | | ই এন টি ইনভেস্টিগেশন | ঐ | ডা. বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী |
| | | ডিপা: অব ভাইরোলজি | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ সাইফ উল্লাহ মুন্সি |
| | | ডিপা: অব নেফ্রোলজি | ঐ | ডা. আছিয়া খানম |
| | | ডিপা: অব অটোলারিনোলজি | ঐ | ডা. বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী |
| | | ডিপা: অব বায়োকেমিস্ট্রি | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মো: মতিউর রহমান |
| | | ডিপা: অব নিউনেটোলজি | ঐ | ডা. মো: শহীদুল্লাহ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| ০৬ | আদায়কৃত ইউজার ফি হতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কমিশন প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি। | মাইক্রোবায়োলজী | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ শারমিন আহমেদ |
| | | বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজী বিভাগ | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মো: মতিউর রহমান |
| | | কার্ডিয়াক সার্জারি | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ রেজওয়ানুল হক |
| ০৭ | বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিধি ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধান-২০১৭ এর নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক কোটেশন পদ্ধতিতে রি-এজেন্ট সামগ্রী ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয়। | প্যাথলজী | ঐ | ডাঃ ফেরদৌসী বেগম |
| | | ভাইরোলজি | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ সাইফ উল্লাহ মুন্সি |
| | | ল্যাবরেটরী মেডিসিন | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ তুহিন সুলতানা |
| | | কার্ডিয়াক সার্জারী | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ রেজওয়ানুল হক |
| | | অর্থোডনট্রিক্স | ঐ | অধ্যাপক ডাঃগাজী শামীম হাসান |
| | | কার্ডিওলজি | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ আলী আহসান |
| | | পেডিয়েট্রিক হেমাটলজী এন্ড অনকোলজী | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল করিম |
| | | ট্রান্সফিউসান মেডিসিন | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মো: আসাদুল ইসলাম |
| | | হেমাটলজী | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল আজিজ |
| | | মাইক্রোবায়োলজী | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ শারমিন আহমেদ |
| | | বায়োক্যামিষ্ট্রি | ঐ | অধ্যাপক ডাঃ মো: মতিউর রহমান |
| ০৮ | অগ্রিম গ্রহণের পর কোনরুপ গবেষণার কাজ না করা সত্ত্বেও অর্থ ফেরত না দেওয়ায় আর্থিক ক্ষতি | Department of pharmacology | ঐ | Prof. Md. Sayedur Rahman chairman |
| | | Department of Internal Medicine | ঐ | Dr.Mohammad Tanvir Islam Associate Prof. |
| | | Department of Cardiology | ঐ | Dr. Fakhrul Islam Khaled Associate Prof. |
| | | Department of Psychiatry | ঐ | Dr. Mohammed Shamsul Ahsan Associate Prof. |
| | | Department of Hematology | ঐ | Prof. Dr. Md.Abdul Aziz Chairman |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| | | Department of Virology | ঐ | Prof. Dr. Munira Jahan |
| | | Department of Virology | ঐ | Dr. Most. Tahmina Akther Associate Prof. |
| | | Department of Virology | ঐ | Dr. S M Rashed UL Islam Associate Prof. |
| | | Department of Reproductive Endocrinology and Infertility | ঐ | Prof. Jesmin Banu Chairman |
| | | Department of Public Health and Informatics | ঐ | Dr.Md. Maruf Haque Khan Lecturer |
| | | Department of Transfusion Medicine | ঐ | Dr. SheikhSaiful Islam Shaheen Associate Prof. |
| | | Department of Internal Medicine | ঐ | Prof. Dr. Shohael Mahmud Arafat |
| | | Department of Anaesthesia | ঐ | Prof. AKM Akhtatuzzaman Chairman |
| | | Department of Public Health and Informatics | ঐ | Dr. Md. Khalequzzaman Associate Prof. |
| | | - | ঐ | Dr. Kazi Maksuda Akter Medical Officer |
| | | - | ঐ | Dr. Din-E-Mujahid |

২১ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ।
০৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

০৪.০৪.২০২৪
(মহাপরিচালক)
স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
কাজী ফাহমিদা হক
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

বিজি প্রেস—৪৪৩৮(কম-এ)(৩)—৬৬৫ বই, ২০২৪ খ্রিঃ